পলিসি ব্রিফ
#১০৭/ ২০২১
আগস্ট ২০২১

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন ও করণীয়

২০০৯ সালে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির আইনগত অধিকার চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই আইনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকদের কাছে সহজলভ্য হয় এভাবে সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়নের পরবর্তী এক দশকে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০, এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৪ প্রণীত হয়েছে। এসব বিধিমালা ও নির্দেশিকার মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠান কোন কোন তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে ও কোন মাধ্যমে প্রকাশ করবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টিআইবি'র ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে "তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন ও করণীয়" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয় যার ফলাফল গত ৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। গবেষণাটিতে তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের র‍্যাংকিং করা হয়েছে, এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে সরকারি বেসরকারি (এনজিও) প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ১৯৩টি প্রতিষ্ঠানকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে বাছাই করা হয়েছে এবং ২৫টি নির্দেশকের ভিত্তিতে তাদের ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রতিবেদন ও অন্যান্য ডকুমেন্ট ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা টিআইবি'র ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।[১] বর্তমান পলিসি ব্রিফটি এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে অগ্রগতি যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। তথ্যের প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে ইতিবাচক অবস্থা লক্ষ করা গেলেও তথ্যের ব্যাপ্তি ও উপযোগিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রতিষ্ঠানে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী অনেক তথ্য প্রকাশিত হলেও তথ্যের হালনাগাদকরণ এবং ধরন অনুযায়ী তথ্যের বিন্যাস, বিস্তৃতি ও সহজলভ্য তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। অন্যদিকে এনজিওগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি লক্ষণীয়। সার্বিক বিবেচনায় ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের মাপকাঠিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এনজিওগুলো পিছিয়ে রয়েছে। গবেষণাভুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ৩৭ শতাংশ 'সন্তোষজনক' অবস্থায় রয়েছে, অন্যদিকে কোনো এনজিও-ই 'সন্তোষজনক' স্কোর পায়নি, বরং ৯৫ শতাংশ এনজিও'র স্কোর 'উদ্বেগজনক'। এছাড়া ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এনজিওগুলোতে প্রয়োজনীয় ধারণার ঘাটতিও লক্ষণীয়। সার্বিকভাবে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে না। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বিত প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগের ঘাটতি বিদ্যমান। আইন ও বিভিন্ন বিধিমালার মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হলেও তার চর্চা আরও কার্যকর ও জনমুখী করার সুযোগ রয়েছে।

তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের কাছে তথ্য আরও সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছে।

১. তথ্যের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি সংক্রান্ত

করণীয়	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১. কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (সরকারি ও এনজিও) নিজস্ব স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করতে হবে। নির্দেশিকার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (সরকারি ও এনজিও)

[১] গবেষণা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ (মূল প্রতিবেদন, বাংলা ও ইংরেজি সার-সংক্ষেপ, উপস্থাপনা) টিআইবির ওয়েবসাইটে এই লিংকে পাওয়া যাবে:
https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/6306-2021-08-05-04-57-54

করণীয়

২. বিধি অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্য গুরুত্ব সহকারে প্রকাশে আরও উদ্যোগী হতে হবে-

- প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালাসমূহ
- সেবা ও সেবা প্রদানকারীর তথ্য
- কর্মকর্তা কর্মচারীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব
- তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও যোগাযোগের মাধ্যম সম্পর্কিত তথ্য
- কর্ম-পরিকল্পনা ও প্রকল্পের বিবরণ
- বার্ষিক বাজেট
- বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন
- তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে কতজন, কী ধরনের তথ্য চেয়েছে তার হালনাগাদ তথ্য।

৩. তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনকৃত তথ্যের ধরন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তথ্যের ঘাটতি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণের ও তা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত তথ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কিত অভিযোগ দায়েরের জন্য ওয়েবপেইজে সুনির্দিষ্ট স্থান রাখতে হবে এবং অনলাইনের মাধ্যমে কার্যকর নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান
(সরকারি ও এনজিও)

২. তথ্যে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

করণীয়

১. ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় ও নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচলিত ফন্টে (ইউনিকোড) প্রকাশ করতে হবে।

২. ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা বিভাগের জনবলের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

৩. এনজিও পর্যায়ে ওয়েবসাইটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীসহ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান
(সরকারি ও এনজিও)

৩. তথ্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

করণীয়

১. ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং হালনাগাদকরণের তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

২. প্রতিবন্ধীদের সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করতে হবে; ওয়েবসাইটকে প্রতিবন্ধিবান্ধব করার উদ্দেশ্যে ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান
(সরকারি ও এনজিও)

৪. সার্বিক সমন্বয় সংক্রান্ত

করণীয়	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১. প্রাতিষ্ঠানিক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে তথ্য কমিশনসহ তথ্য অধিকার অ্যাক্টিভিস্ট ও গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে সমন্বিত প্রচারণার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে।	তথ্য কমিশন, তথ্য অধিকার কর্মী ও গণমাধ্যম
২. তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও সংগতি পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও তদারকি বাড়াতে হবে। তদারকি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।	তথ্য কমিশন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩ । ফ্যাক্স:+৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh